042 সেচ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর সার্বিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(প্রকাশকালঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৭)

ক) গবেষক পরিচিতি

১। আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী
পরিচালক
এম.এ. (আধুনিক ইতিহাস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

খ) আইএমপি এর উদ্দেশ্য

সেচ যন্ত্রপ্রতি সেচ এলাকা বৃদ্ধি, সেচের আওতাভূক্ত জমির ফলন বৃদ্ধি, সেচ খরচ হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং সেচ কার্য পরিচালনায় কৃষকদের সংগঠন সমবায় সমিতি সমূহকে শক্তিশালী করা আইএমপি এর প্রধান উদ্দেশ্য।

বর্তমান মূল্যায়নের উদ্দেশ্য

আইএমপি এর বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধিদের দ্বারা আইএমপি এর বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের জন্য সরকার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার পরিচালককে সভাপতি করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি মূল্যায়ন দল গঠন করে। মূল্যায়নের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ ছিলঃ- (ক) আইএমপি এর উদ্দশ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নিরুপন করা; (খ) আইএমপি এর উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের পথে বাধাসমূহ চিহ্নিত করা; এবং (গ) চিহ্নিত বাধাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা।

গ) সারসংক্ষেপ ও সুপারিশমালা

কৃষিতে উৎপাদন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষে বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আসছেন ও দেশের সীমিত সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে এ পর্যন্ত দেশে প্রায় ২৩ হাজার গভীর নলকুপ, ৬০ হাজার শক্তিচালিত পাম্প ও ২ লক্ষ অগভীর নলকুপ সরবরাহ করেছেন। কিন্তু সরকারী ও বেসরকারী গবেষণা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে লক্ষ্য করা যায় যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও প্রকৌশলগত কারণে সেচ যন্ত্রগুলির সম্ভাব্য মতার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছিল না ফলে সেচ তথা সেচ ভিত্তিক কৃষি থেকে ইপ্সিত ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৭৯ সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-১ এর আওতায় বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের যৌথ উদ্যোগে বগুড়া ও ময়মনসিংহ জেলায় সেচ যন্ত্র সমূহের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করে সেচ ভিত্তিক কৃষি থেকে সর্বাধিক উপকার লাভের জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের সফল ফলাফলের উপর ভিত্তি করে সেচ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (আইএমপি) নামে একটি জাতীয় কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়।

সুপারিশমালা

মূল্যায়ন দল মনে করে যে আইএমপি বাংলাদেশের সেচ তথা সেচ ভিত্তিক কৃষির উন্নতির জন্য একটি অতি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম। তাই মূল্যায়ন দল এ কার্যক্রমটি চালু রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেছে এবং এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট সুপারিশসমূহ পেশ করছে ঃ-

(১) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিতে পূনর্বিন্যাস করা উচিত। এর আগে সেচের আওতায় জমি আছে এবং সমিতি গ্রামে বাস করেন এমন চাষীদের সমিতির সদস্যভূক্ত করে নিতে হবে। সমিতির সাপ্তাহিক সভা ও সঞ্চয় জমা নিয়মিত করার জন্য একটিকে কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের ঘন ঘন সমিতি পরিদর্শন করতে হবে এবং সাধারণ সদস্যদের এ সবের গুরুত্ব বোঝাতে হবে, অন্যদিকে সাপ্তাহিক সভায় অনুপস্থিতি ও সঞ্চয় জমা না দিলে কৃষকদের ঋণ প্রদান বন্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সেচ সুবিধা বন্ধ করে দিতে হবে।

সমিতির সাধারণ ও সেচ সংক্রান্ত খাতাপত্র নিয়মিত ও পদ্ধতি মত রক্ষণের জন্য সমিতির পরিচালক মন্ডলীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এ ব্যাপারে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ কর্মীদের সংখ্যা ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। খাতা সময়মত নীরিক্ষণ করতে হবে ও অর্থ আত্মসাৎকারী ও দূর্নীতিপরায়ন ব্যবস্থাপকদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থাপনার জন্য আইএমপি ম্যানুয়েলে নির্দেশিত সকল কৃষকদের (সদস্য ও অসদস্য) এবং সকল বিভাগরে মাঠকর্মীদের প্রতিনিধিত্বমূলক পৃথক সেচ কমিটি গঠন নিশ্চিত করতে হবে।

(২) (ক) গুটি কয়েক লোক সমবায় সমিতিকে ব্যবহার করে মোটা অংকের সরকারী ভর্তুকীসহ ঋণে অথবা নগদ অর্থে কেনা সেচযন্ত্র সমূহের মালিক হয়ে যাচ্ছেন। এ অবস্থা মোটেও কাম্য নয়। সেচ যন্ত্রে সাধারণ কৃষকদের মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য সকল সেচযন্ত্র কেবল ঋণে বিক্রয়ের সময় বর্তমানে প্রচলিত নগদ ডাউন পেমেন্ট প্রথা বাতিল করতে হবে। কারণ নগদ মোট মূল্য সকল সাধারণ কৃষকদের পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব হয় না ফলে কিছু বিত্তশালী লোক মূল্য পরিশোধ করেন। অন্যদিকে নগদ ডাউন পেমেন্টও সাধারণ কৃষক এক সংগে পরিশোধ করতে পারেন না অথবা পারলেও এ অর্থ তাদের নিকট থেকে আদায় করার চেষ্ট করা হয় না যাতে ডাউন পেমেন্ট প্রদানের সুবাদে গুটি কয়েক ব্যক্তি সেচ যন্ত্রের মালিক হতে পারেন।

(খ) সেচ যন্ত্র যে জমিতে খনন করা হবে সে জমির মালিকানা সেচ যন্ত্রের মালিকানায় যাতে কোন জটিলতা সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্যে সেচ যন্ত্রের জন্য ঋণ গ্রহণ করার পূর্বেই উক্ত জমির মালিকানা ক্রয় অথবা দান সূত্রে দলিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমিতির নামে হস্তান্তর করতে হবে। যে সমস্ত সেচযন্ত্র ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে সেগুলির বেলায় এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ঋণে ক্রয়কৃত সেচ যন্ত্রের খনন বিলম্বিত হলে অথবা চালু করার কারিগরি কারণে সেচ করা সম্ভাব না হলে যতদিন ধরে সেচযন্ত্র অচল থাকবে ততদিনের জন্য কৃষকের নিকট ঋণের সুদ আদায় না এবং ঋণ পরিশোধের জন্যও চাপ প্রদান না করা।

(৪) খেলাফী কেন্দ্রীয় সমিতির আওতাভূক্ত ঋণ-খেলাফী নেই এমন সব প্রাথমিক সমিতরি ঋণ প্রাপ্তির জন্য কেন্দ্রীয় সমিতির খেলাফী ঋণ আদায়ের কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে কারণ যে সমস্ত কৃষকের খেলাফী আছে তাদের প্রায় সবাই ধনী শ্রেনীর কৃষক ও তাদের ঋণ পরিশোধের মতা আছে। এ ব্যাপারে সরকারের সামাগ্রিক ঋণ আদায় নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ

খেলাফী করে কেউ রেহাই না পায়। কেন্দ্রীয় সমিতির খেলাফী ঋণ থাকাকালীন সময়ে খেলাফী নেই এধরণের সমিতিকে ঋণ দান মূল সদস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার সামিল হবে এবং সমস্যা পরবর্তীকালে আরও বেড়ে যাবে। কারণ এর ফলে খেলাফী সমিতির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

(৫) সেচভুক্ত সকল চাষীদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবে

(ক) সেচভুক্ত একই গ্রামের অসদস্য কৃষকদের সমিতির অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে যাতে তারা ঋণ সুবিধা পান।

(খ) সেচভুক্ত অন্য গ্রামের কৃষকগণের সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সহযোগী সদস্য হওয়া আইনগত অধিকার থাকতে হবে। সহযোগী সদস্য হওয়ার অধিকার বলে ইউসিসিএ'র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সমিতিভুক্ত জমির জন্য উক্ত সমিতির সুপারিশে নিজ সমিতি থেকে তাদের ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৬) পর্যাপ্ত পরিমাণে ঋণ প্রদানের জন্য সামগ্রিকভাবে দেশে কৃষি ঋণের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে। সময়মত ঋণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরার জন্য সমস্ত বৎসরের জন্য একটি ঋণ পরিকল্পনা এক বারে অনুমোদন করিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাটি জোরদার ও কার্য্যকর করা উচিত। পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এ কাজটি করবে।

সর্বোপরি ঋণ আদায়ের বেলা শুধু নয় ঋণ প্রদানের বেলায়ও প্রচুর সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজন আছে এটা মনে রাখতে হবে। যাদের ঋণের প্রয়োজন আছে অথচ ঋণ গ্রহণের ও পরিশোধের বর্তমান অসুবিধার জন্য ঋণের ফাঁদ এড়িয়ে চলতে চান ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধের অব্যবস্থা দূর করে তাদের ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে।

(৭) (ক) প্রশিক্ষণ সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশে একটি উপেক্ষিত ক্ষেত্র। কৃষকের নিকট প্রযুক্তি হস্তান্তরে প্রশিক্ষণের ভূমিকা জাতীয় পর্যয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপলবিব্ধ করা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে উপজেলার প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে। আইএমপি এর কৃষকদের মাঠ ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। এ জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্নয় করে পল্লী উন্নয়ন বোর্ডকে কমপক্ষে দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করতে হবে এবং তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় অর্থের আভাবে প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে না যায়। সকল প্রশিক্ষণ উপজেলা কেন্দ্রে না করে পালাক্রমে কেন্দ্র এবং প্রতি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে করা যেতে পারে। এত কর্মকর্তাবৃন্দকে যেমন উপজেলার অভ্যন্তরে যেতে হবে তেমনি এক এলাকার কৃষক প্রতিনিধিকে অন্য এলাকায় যেতে হবে। এত প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে।

কৃষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শ্রেণী কক্ষের চাইতে কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। শ্রেণী করে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষা ও ধারণ ক্ষমতা ভিত্তিক করতে হবে। এ জন্য প্রশিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকদের সাথে সাথে উপজেলায় বিভিন্ন মাঠ কর্মীদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সেচ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সহজবোধ্য ভাষায় এবং উপযুক্ত ছবি সংযোজন করে পোষ্টার ও ছোট আকারের পুস্তিকা প্রকাশ ও সর্বত্র বিতরনের ব্যবস্থা বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে করা উচিত। চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত ও সচেতন করতে হবে।

(খ) স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আইএমপি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সুতরাং এদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। উপজেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন।

ঘ) উপসংহার

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য, তথ্যের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা থেকে আপাতঃ দৃষ্টে মূল্যায়ন দল মনে করে যে আংশিকভাবে আইএমপি এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। সন্তোষজনকভাবে উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়ার কারণ আইএমপি এর তাত্বিক বা ব্যবহারিক কোন সহজাত দূর্বলতা নয়। আইএমপি এর যে ব্যর্থতা তার জন্য প্রধানত দায়ী হলো কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের পর্যাপ্ত সমর্থন ও অংশগ্রহণের অভাব। পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ ও সমর্থনের অভাব অংশত প্রয়োজনের তুলনায় বিভাগগুলির সীমিত সামর্থ, অংশতঃ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের কার্যক্রমের প্রতি প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি ও নিষ্ঠার অভাব। মূল্যায়ন দল মনে করে বিভাগগুলির সামর্থ বৃদ্ধি করে ও প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত "উৎসাহ কাঠামো" সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মকর্তা ও মাঠ কর্মীদের মনোভাবের পরিবর্তন এনে আইএমপি এর বিরাট সম্ভবনা কাজে লাগানো সম্ভব।